এক নজরে পাটগ্রাম উপজেলার কৃষি কার্যক্রম

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
পাটগ্রাম, লালমনিরহাট ।

২০২৪-২৫

ভূমিকা

পাটগ্রাম বাংলাদেশের সর্ব উত্তরে অবস্থিত ভারত বেষ্টিত একটি উপজেলা। এখানকার লোকজন মূলত কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। বেলে দোঁআশ প্রকৃতির মাটি হওয়ায় এই উপজেলা কৃষির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলার মোট আয়তন ২৬১৬৩ হেক্টর এবং আবাদি জমির পরিমান ২১২৬০ হেক্টর। এই উপজেলায় প্রায় ২৬২৫৭৩ জন লোক বসবাস করে। এখানে ৪১৫০০ টি কৃষক পরিবার রয়েছে যার মধ্যে ২০৫০ টি ভূমিহীন, ৭৫৫০ টি প্রান্তিক, ২৮৫১০ টি ছোট, ৩০২০ টি মাঝারি এবং ৩৭০ টি বড় কৃষক পরিবার রয়েছে।পাটগ্রাম উপজেলা ২ ও ৩ নং এইজেড এর অন্তর্ভূক্ত। কৃষিতে ব্যপক পরিবর্তন আসার ফলে এখানকার ফসলের নিবিড়তা ২৩২%। কৃষক ভাইয়েরা সাধারণত ধান, ভূট্টা, তামাক, গম, পাট শাকসবজি ইত্যাদি ফসল চাষাবাদ করে। বেশ কয়েকটি প্রকল্প বর্তমানে অত্র উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয় ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে কৃষক ভাইয়েরা এই প্রযুক্তি গুলি মাঠে ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের উৎপাদন বাড়াচ্ছে এবং জীবন ও জীবিকার মান বাড়ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমছে।

চিত্রঃ পাটগ্রাম উপজেলার মানচিত্র।

এক নজরে পাটগ্রাম উপজেলার কৃষি পরিসংখ্যান

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিবরণ</th><th>পরিমান</th><th>জনসংখ্যা</th></tr>
<tr><td rowspan="2">১</td><td rowspan="2">অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ</td><td>২৬.১৩ ও ২৬.২৮ ডিগ্রি উত্তর</td><td rowspan="11">পুরুষ ঃ ১৩২৯২০ জন
মহিলা ঃ ১২৯৬৫৩ জন
মোট = ২৬২৫৭৩ জন

সূত্রঃ</td></tr>
<tr><td>৮৮.৫০ ও ৮৯.১২ ডিগ্রি পূর্ব</td></tr>
<tr><td>২</td><td>সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা</td><td>+/- ৬ মিটার</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>এইজেড নং</td><td>২ ও ৩</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>মোট এলাকা (বর্গ কিঃ মিঃ)</td><td>২৬১.৫১</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>কৃষি ব্লকের সংখ্যা</td><td>২৫</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত</td><td>২১২৩</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>মোট খাদ্য উৎপাদন (মেঃ টন)</td><td>৮৮৪৬০</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>নীট খাদ্য শস্য উৎপাদন (মেঃ টন)</td><td>৭৬৫৯৬</td></tr>
<tr><td>৯</td><td>মোট খাদ্য শস্য চাহিদা (মেঃ টন)</td><td>৩৬১৯৫</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>খাদ্য শস্য উদ্ধৃত (মেঃ টন)</td><td>৪০৪০১</td></tr>
</table>

জমির প্রকৃতি/ভূমির শ্রেণী (হেক্টর) ঃ

ক) উঁচু ঃ ৯১৫২   হেক্টর   ৩৫%
খ) মাঝারি উঁচু ঃ ১৩০৭৫ হেক্টর   ৫০%
গ) মাঝারি নিচু ঃ ৩৬৬২ হেক্টর   ১৪%
ঘ) নিচু   ঃ ২৬২   হেক্টর   ১.০%
ঙ) অতি নিচু   ঃ ০০   হেক্টর   ০.০%

ফসলী জমি (হেক্টর) ঃ
মোট জমির পরিমান   ঃ ২৬১৫১ হেক্টর
প্রকৃত ফসলী জমির পরিমানঃ ২১২৬০ হেক্টর
এক ফসলী জমির পরিমানঃ ৫৫০   হেক্টর   ২.৬%
দুই ফসলী জমি ঃ ১৪৮০০ হেক্টর   ৬৯.৭%
তিন ফসলী জমি ঃ ৫৭৫০ হেক্টর   ২৭%
তিনের অধিক ফসলী জমি   ঃ   ১৬০ হেক্টর   ০.৭%
মোট ফসলাধীন জমি   ঃ ৪৮০৪০ হেক্টর   ৭৮%
ফসলের ঘনত্ব   ঃ   ২৩২ %

মাটির ধরণ/বুনট (হেক্টর) ঃ
দোঁ-আশ মাটি   ঃ ৬২৭৬ হেক্টর   ২৪%
বেলে দোঁ-আশ মাটি ঃ ১৮৩০৬হেক্টর   ৭০%
বেলে মাটি ঃ ১৩০৮ হেক্টর   ৫%
এঁটেল দোঁ-আশ মাটি ঃ ২৬১ হেক্টর   ১%
এঁটেল মাটি ঃ ০ হেক্টর   ০%

ভূমি ব্যবহার

ভূমির ধরণ	পরিমাণ (হেঃ)	মোট ফসলী জমির শতকরা হার	মন্তব্য
স্থায়ী পতিত	৫০	১২.৫০%	-
সাময়িক পতিত	৫৫	২.০০%	-
সংরক্ষিত বন	০	০.০০%	-
ফল বাগান	১৬০	০.৫০%	৪৫০
জলাশয়	৪৯৭	৪.০০%	-
হাটবাজার ও অন্যান্য	১৩০০	০.১৫%	২৪
ঘরবাড়ী	৩৫৯১	২.০০%	-
ফসলী জমি	২১২৬০	৭৮.৮৫%	-
মোট	২৬১৬১	১০০%	-

কৃষক পরিবার ঃ

ভূমিহীন ঃ ২০৭৫ টি ৫%

প্রান্তিক ঃ ৬৬৪০ টি ১৬%

ক্ষুদ্র ঃ ২৬৫৬০ টি ৬৪%

মাঝারী ঃ ৩৩২০টি ৮%

বড়ঃ ৪১৫ টি ১%

বর্গা কৃষক পরিবারের সংখ্যাঃ ২৪৯০ টি ৬%

মোট কৃষক পরিবার ঃ ৪১৫০০টি

পরিবার প্রতি চাষযোগ্য জমি ঃ ০.৫১ হেক্টর

সেচ যন্ত্রপাতি

যন্ত্রপাতির ধরন	বিদ্যুৎ	ডিজেল	এলএলপি	সোলার	মোট
গভীর	২৪	-	-	-	২৪
অগভীর	২৮৫০	৮৫৫০	৪৫	২	১১৪৪৭
মোট	২৮৭৪	৮৫৫০	৪৫	৫	১১৪৭১

কৃষি যন্ত্রপাতি

পাওয়ার টিলার	৪৮০ টি
ট্রাকটর	১০১ টি
ধানমাড়াই যন্দ্র(পাওয়ার থ্রেসার)	১৮০ টি
ধান মাড়াই যন্ত্র (প্যাডেল থ্রেসার)	১০১ টি
এলসিসি	৩৮০ টি
রিপার	৫ টি
মিনি কম্বাইন হারভেষ্টার	১ টি
রাইস ট্রান্সপ্লান্টার	২ টি
ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র	৬৫০ টি
ফুট পাম্প	২০ টি
হ্যান্ড স্প্রেয়ার	৩৫০০ টি

চলমান কৃষি কার্যক্রম

চাদিহা ভিত্তিক ফলপ্রসু ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা এবং সকল শ্রেণীর কৃষিজীবিদের কারিগরি পরামর্শ প্রদান।
বিভাগীয়/ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও অন্যান্য সম্প্রসারণ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন।
ফসলের তথ্যগত পরিসংখ্যান সংগ্রহ
কৃষি উপকরণ বিতরন ও মনিটরিং।
জিও এবং এনজিও যোগাযোগ।
সম্মিলিত সম্প্রসারণ কার্যক্রম।
কৃষি বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত করা এবং এর কার্যকর পরামর্শ প্রদান।
সম্প্রসারণ কর্মী এবং কৃষকদের লাগসই প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।

উপজেলার প্রচলিত শস্য বিন্যাস

ক্রমিক নং	প্রচলিত শস্য বিন্যাস		
	শস্য বিন্যাস	জমির পরিমাণ(হেক্টর)	শতকরা হার (%)
১	বোরো–পতিত–রোপাআমন	৪৫৫০	২১.৪০ (%)
২	ভুট্টা–পতিত–রোপাআমন	১০৪৭৭	৪৯.২৮ (%)
৩	আলু–পাট–রোপাআমন	৮০	০.৩৭ (%)
৪	শাকসবজি–বোরো–রোপাআমন	৫৫০	২.৫৮ (%)
৫	আলু–বোরো–রোপাআমন	৩৬৫	১.৭২ (%)
৬	আলু–রোপাআউশ–রোপাআমন	১১০	০.৫১ (%)
৭	তামাক–ভুট্টা–রোপাআমন	২৪৩৬	১১.৪৬ (%)
৮	তামাক–রোপাআউশ–রোপাআমন	৬১৬	২.৯০ (%)
৯	গম–পাট–রোপাআমন	৯০	০.৪২ (%)
১০	গম–রোপাআউশ–রোপাআমন	৫৬	০.২৬ (%)
১১	সবজি–সবজি–সবজি	২৫০	১.১৮ (%)
১২	সবজি–রোপাআউশ–সবজি	১৮০	০.৮৫ (%)
১৩	সরিষা+বোরো–পতিত–রোপাআমন	২০০	০.৯৪ (%)
১৪	মসলা (আদা/হলুদ)– পতিত	৮০	০.৩৭ (%)
১৫	ফলবাগান (আম, কলা, লিচু, কাঠাল, কুল, পেঁপে, পেয়ারা)	৫৫০	২.৫৯ (%)
১৬	সরিষা-ভূট্টা-রোপা আমন	১০০	০.৪৭ (%)
১৭	পেয়াজ/মরিচ/রসুন/ধনিয়া-পতিত-রোপা আমন	২৫০	১.৫১ (%)
১৮	**অন্যান্য**	**৩২০**	**১.৫০ (%)**
	মোট	**২১২৬০**	**১০০ (%)**

উপজেলায় চলমান প্রকল্প সমুহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	কার্যক্রম
০১	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রর্বতন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস ইত্যাদি
০২	রংপুর বিভাগ কৃষি এবং গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস ইত্যাদি
০৩	তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস ইত্যাদি
০৪	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙিনায় পারিবারিক পুষ্টি স্থাপন প্রকল্প	প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস ইত্যাদি
০৫	মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস ইত্যাদি
০৬	কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস ইত্যাদি
০৭	পার্টনার প্রোগ্রাম	প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস ইত্যাদি

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উপজেলায় চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	**প্রকল্পের নাম**	**প্রদর্শনীর সংক্রান্ত তথ্য (সংখ্যায়)**	
		বরাদ্দ	**বাস্তবায়িত**
০১	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রর্বতন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	১০ টি	১০ টি
০৩	রংপুর বিভাগ কৃষি এবং গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৫ টি	১৫ টি
০৫	তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	৩৮টি	৩৮টি
০৬	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙিনায় পারিবারিক পুষ্টি স্থাপন প্রকল্প	১৬৫ টি	১৬৫টি
০৭	মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	২৭ টি	২৭ টি
০৮	কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	৭ টি	৭ টি
০৯	পার্টনার প্রোগ্রাম	১ টি	১ টি

রাজস্ব প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পের নামঃ রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রর্বতন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প

ক্রমিক নং	ফসল/প্রযুক্তির নাম	২০২২-২৩		২০২৩-২৪		মন্তব্য
		প্রদর্শনী	ফলোআপ	প্রদর্শনী	ফলোআপ	
০১	আউশ	৩০	৬০	২০	৪৫	
০২	রোপা আমন	২০	৯০	১০	৫৫	
০৩	বোরো	৫০	৩২০	৩০	২৯০	
০৪	ভূট্টা	২০	--	১০	-	
০৫	গম	--	৮২	---	---	
০৬	সরিষা	১০০	৩৫০	৪০	৪৪০	
০৭	শীতকালীন চিনাবাদাম	-	৩৩	-	-	
০৮	পেঁয়াজ	১০	৩০	১০	২৩	
০৯	পাট	-	১৬	-	-	
১০	সুইটকর্ণ	-	-	-	-	
১১	মুগডাল	১০	২৮	-	-	
১২	সূর্যমূখী	-	-	-	-	
মোট=		২৪০	৯৭৯	১২০	৮৫৩	

উপজেলার প্রনোদনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন (২০২৪-২০২৫)

ক্রঃনং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌসুমের নাম	ফসলের নাম	প্রণোদনার আওতায় কৃষক সংখ্যা	মন্তব্য
০১	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	খরিফ-২	মাসকলাই	১০০	প্রতি জন কৃষক কে ১ বিঘা জমির জন্য প্রনোদনার আওতায় বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়।
				রোপা আমন	১৭০০	
০২			রবি	ভূট্টা	১৪৫০	
				গম	১৮০	
				সরিষা	৭০০	
				শীতকালীন পেয়াজ	৪০	
				চিনাবাদাম	৬০	
				অড়হড়	২০	
০৩			খরিফ-১	আউশ ধান	----	
				মোট=	৪২৫০	

উপজেলায় কৃষি উন্নয়নে সুযোগ

১. রবি মৌসুমের বিভিন্ন ফসলের বীজ (হাইব্রিড ও উফশী) উৎপাদন জোন হিসেবে গড়ে তোলা।
২. উদ্যান ফসল বৃদ্ধির লক্ষে এ উপজেলায় হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন করা।
৩. এ উপজেলায় উৎপাদিত ভুট্টা কাচামাল হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প গড়ে তোলা।
৪. ভুট্টার ফসল সংগ্রহের পর ভুট্টা গাছ কাগজ শিল্পে ও চিনি শিল্পের কাচামাল হিসেবে ব্যবহার করা।
৫. উঁচু ও নিষ্কাশিত ভুমি বেশী থাকায় উচ্চ মূল্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধি।
৬. উদ্যান ফসল বিশেষ করে আম, লিচু, পেয়ারা ও কুলের বাগান সৃষ্টি করা।
৭. তেল জাতীয় ফসলের আবাদ সম্প্রসারণ করা।
৮. দুই ফসলী জমিকে তিন ফসলীতে রূপান্তর করা।
৯. চর এলাকার জমিতে ব্যাপক ফসল উৎপাদনের আওতায় আনা।

উপজেলায় কৃষি উন্নয়নে প্রতিকূলতা

১. কৃষি জমি অকৃষিতে ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় আবাদী জমি কমছে।
২. দানা ফসলের উৎপাদন এলাকা বাড়ার ফলে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের আবাদ কমেছে এবং এগুলো ফসল প্রতিযোগীতায় আর্থিকভাবেও লাভবান নহে।
৩. মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমান ক্রমশঃ কমে যাওয়া।
৪. তামাক চাষ বৃদ্ধি।
৫. তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো জাতের অভাব/অপ্রতুলতা।
৬. চাষাবাদে সহজ শর্তে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তিতে জটিলতা।
৭. কৃষিজাত পণ্যের বিপনন ব্যবস্থা অনুন্নত।

সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজন

১. সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সারা বছর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
২. কৃষি সেক্টরের সকল প্রতিষ্ঠানের কো-অর্ডিনেশন বৃদ্ধি করা।
৩. মাঠ পর্যায় পর্যন্ত পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করা।
৪. সকল পর্যায়ে শুন্য পদ পূরণ করা।
৫. উদ্যান সেবা সম্প্রসারণ এবং মান সম্পন্ন চারা কলম উৎপাদন এর জন্য ১টি হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন করা।
৬. রবি মৌসুমের বিভিন্ন ফসলের বীজ (হাইব্রিড ও উফশী) উৎপাদন জোন হিসেবে গড়ে তোলা।
৭. উৎপাদিত ভুট্টা কাচামাল হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প গড়ে তোলা।
৮. মিনি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা।
৯. ফসল ভিত্তিক সহজ শর্তে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা।
১০. কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা সুসংহত করা।

কৃষিতে পাটগ্রামের সম্ভাবনাঃ

১. মাটির প্রকৃতি ও আবহাওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে সবজি চাষ সম্ভব।
২. বাণিজ্যিকভাবে মাল্টা ও চা চাষের ব্যাপকসম্ভাবনা রয়েছে।
৩. ভূট্টা ও চিনাবাদাম চাষের সম্প্রসারণ।

কৃষিতে পাটগ্রামের সমস্যা

১. বাজারজাতকরণ দুরুহ।
২. ফসল সংরক্ষনাগারের অভাব।
৩. মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ব।
৪. অটোরাইস মিলের অভাব।
৫. মাটির অম্লত্ব ও মাটিতে জৈব সারের ঘাটতি।
৬. কৃষক সংগঠনের অভাব।
৭. অনুর্বর মাটি।
৮. অনেক কৃষকেই সীমান্তবর্তী ব্যবসার সাথে জড়িত।

সমাধানে করনীয়ঃ

১. ফসল সংরক্ষনাগার তৈরী ও বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা করতে হবে।
২. কৃষকের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার জন্য মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ব কমাতে হবে।
৩. একাধিক অটোরাইসমিল স্থাপন করতে হবে।
৪. মাটির অম্লত্ব রোধ ও মাটিতে জৈব সারের ঘাটতি পুরনে ব্যবস্থা নিতে হবে।
৫. উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের লোকবল বাড়াতে হবে।
৬. অরাজনৈতিক কৃষক সংগঠন তৈরী করতে হবে।
৭. প্রতি মৌসুমে কৃষক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাটগ্রাম উপজেলার কৃষির উন্নয়নে মতামতঃ

১। ব্যাপক ভূট্টার আবাদ হয়। তাই ফিড মিল স্থাপন করা গেলে কৃষকগণ সরাসরি যেমন উপকৃত হতেন তেমনি স্থানীয় লোকজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২। ধানের ও আলুর বিএডিসি কনট্যাক্ট গ্রোয়ার্স জোন সৃষ্টি করা।

৩। খামার যান্ত্রকীকরণে গুরত্ব প্রদান। কৃষি যন্তপাতি সহজলভ্য করা এবং হাওড় এলাকার ন্যায় ৭০% ভর্তূকির ব্যবস্থা করা।

৪। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যার আওতায় বিভিন্ন কৃষক গ্রুপকে কৃষি যন্তপাতি প্রদানসহ আরও আনেক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় সে সকল প্রকল্প পাটগ্রাম উপজেলায় অন্তর্ভূক্তকরণ। বিশেষ করে এনএটিপি, সমন্নিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প।

৫। তামাক চাষে নিরুৎসাহিতকরণে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থ্যা করা।

৬। তেলজাতীয় ফসল আবাদ বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা এবং স্বল্পসুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা।